

বেজায় আওয়াজ ।

ROYAL SALUTE.

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

ঐদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত ।

৬নং বিহন স্ট্রীট, মিনার্ভা থিয়েটার হাউসে
ঐকেন্দ্রনাথ কোণ্ডার কর্তৃক প্রকাশিত ।

PRINTED BY P. S. SAHA,
AT THE
NEW CALCUTTA PRESS,
2, Hari Mohun Basu's Lane, Calcutta

1893.

N S S

Acc. No 14133

Date 8.11.2002

Item No 15/13 - 5713

Don By

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ

দাদা মহাশয় শ্রীচরণ কমলেশু--

দাদা,

আপনার অনন্ত শক্তি প্রভাবে যে মুক ও
বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, এ পুস্তক তাহারই
পরিচয়।

স্বাক্ষর--

দেবেন্--

পাত্র-পাত্রী ।

পুরুষগণ ।

নিশিকান্ত ... বিষ্ণুপুরাণিবাসী জনৈকব্রাহ্মণ ।
 লবধন ... নিশিকান্তের কালক ও বঙ্গমেনার ভাবী কার্ণেল ।
 গণেশ ... লবধনের খুড়তুতো ভাই ও বান্দ্যলার ভাবী বাদুনী ।
 গোবর্দ্ধন ... বান্দ্যলার পাল্লিমেন্ট সভার মেম্বেরী ।
 হরিহর পাকড়ানী বান্দ্যলার ভাবী বড়লাট ও ২৪ পরগণার ডিউক ।
 কান্দ্যালীচরণ দাস বান্দ্যলার ভাবী জীবনের বাহাদুর ও মুচিখোজার ভাইকাউন্ট ।
 ফিকিরচাঁদ ঘোষ বান্দ্যলার ভাবী ছোটলাট ও নেওড়া ভলার মারকুইস ।
 রামনিধি বাটপাতি বিশপ অফ রন্যাগালান ।
 ক্রীনাথ স্মৃতিরত্ন অর্চ বিশপ ।

স্ত্রীগণ :

লবধনের স্ত্রী	...	বঙ্গমেনার ভাবী লেকটেনেন্ট
গণেশের স্ত্রী	...	বঙ্গের ভাবী বাদুনাজানী ।
হরিহর পাকড়ানীর স্ত্রী	...	ভাবী বড়লাটনী ।
কান্দ্যালীচরণ দাসের স্ত্রী	...	ভাবী জীবনলক্ষী ।
ফিকিরচাঁদ ঘোষের স্ত্রী	...	ভাবী ছোটলাটনী ।

ইংরাজ ডেপুটী, পাল্লিমেন্টের সভাপণ, নাগরিক ও নাগরিকাগণ, উকীল
 মদ্রিবর, ভট্টাচার্য্য, নাপিত, নাস্তিনী, হোটেলওয়ালার ব্রাহ্মণ
 বান্দ্যলী, পুরোহিত, পুরোহিতপত্নী, রমণী মেসারসগণ,
 স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণ, ভাট, ড্রামার, জনৈক
 বজা, মাতাল, ভিত্তি, বঙ্গদারনী,
 বঙ্গদার ও পরিগণ ইত্যাদি ।

বেজায় আওয়াজ ।

ইডেন গার্ডেন—প্রস্তাবনা ।

(গীত ।)

বাংলা এবার স্বাধীন হ'লো বক্তৃতার জোরে
বাংলা ছেড়ে জাহাজ চ'ড়ে

সাহেব কাল পালাবে ভোরে ॥

ফোয়ারা যখন ছোটো বক্তৃতার,
কে তোড়ে টেঁকে তার

গোলার আওয়াজ জুড়সড় শুনে হুঙ্কার ।—

মেজাজ গভীর বক্তৃতা বীর বাঙ্গালী কারেডরে ॥

হাত নাড়া দিয়ে জুড়লে বক্তৃতা,

মেম সাহেবের ঘুরে যার মাথা,

চেয়ার ফেলে সাহেব ছোটো সরেনা ব'রা ।—

টাউন হল যার কোটে চোটে

আওয়াজ দিলে জোর ক'রে ॥

বাঙ্গালীর নাইকো একতা, বল বলে কে এ কথা,

প্লাকার্ড মারো হবে বক্তৃতা ।—

হর রঙ্গা পোষাকে অমুনি টাউন হল যাবে ভ'রে ॥

বেজার আওয়াজ ।

প্রথম দৃশ্য ।

ধর্মতলার মোড় ।

(এক দিক দিয়া গোবর্দ্ধন, নাগরিকগণ, ডুম্বার ও অপর দিক দিয়া নিমিকাতের প্রবেশ)

গোব । যে হেতু অপ্রকাশ নাই যে বক্তৃতা যুদ্ধে গোলা যুদ্ধ বিশারদ ইংরাজ পরাস্ত হইয়াছে, এবং যেম নাহেবের অল্পরোধে সন্ধি প্রার্থনা করিতেছে, আমরা আমাদের বক্তৃতা-বল বদন্ততানহকারে আর অধিক প্রকাশ করিব না । সাম, দান, ভেদ, দণ্ড হিন্দুদিগের প্রাচীন স্মিয়ন, সেই নিয়ম অবলম্বনপূর্বক আমরা তাহাদের এই আকিঞ্চন উপেক্ষা করিব না, যে পরাজয় স্বীকার করে তাহাব প্রতি নিষ্ঠুর হইব না, অতএব নিম্নলিখিত সার্ভে সন্ধি স্থাপন করিয়াছি ।—

প্রথম সর্ভ—আমরা প্রস্তাব করিয়াছি ও তাহাতে ইংরাজ সন্তুষ্ট আছে, যখন অদম্বুজ উপস্থিত হইবে, বাক্‌যুদ্ধ বিশারদ বাঙ্গালী—জঁদরেল, কাণেল প্রভৃতি উক্তপদ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু গোলাগুলির আয়ত্ত স্থান অভিক্রম করিও, গোরা-রক্ষিত শিবিরে বসিয়া বক্তৃতা করিবেন মাত্র । যুদ্ধে যে রক্ষকর হইবে তা গোয়ার, যে অর্থব্যয় হইবে তা ইংরাজের, যে গোরব হইবে, তা বাঙ্গালীর ; ইংরাজ কোনও কালে তাহার দাবী করিবেন না ।

দ্বিতীয় সর্ভ—সর্ভটা কিছু কঠিন বটে, কিন্তু সন্ধি

স্থাপন করিতে গেলে কিঞ্চিৎ সহ্য করিতে হয় যে, আমরা পরস্পর বাঙ্গালী কথা কহিতে ইংরাজী কথার বুকনী দিব না, মাতা ও জ্বর সহিত কখনও কোন ইংরাজী বুলি দিতে পারিব না, নিয়মটী এই ; কিন্তু বীর ধীর জুগভীর বাঙ্গালীর সকলই সহ্য করা উচিত, স্বার্থ ত্যাগ করা বীরের কর্তব্য, অতএব এই যে পরম স্বার্থ পরমার্থ স্বরূপ যে ইংরাজী বুলি ঝাড়া পরিত্যাগ করিব ইহা স্বীকার করিতে হইল ।

তৃতীয় সৰ্ত্ত ।—বড় ভয়ানক, কিন্তু যদাপি না স্বীকার করি, কি জানি যদি জুড় ইংরাজ বক্তৃতার ভয় উপেক্ষা করিয়া তলোয়ার খোলে, যে ইংরাজ কারিকর এ দেশে থাকিবে না, দর্জিও না, কোট কে প্রস্তুত করিবে? এ কথা লইয়া রাজনীতি বিশারদ মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা বিস্তর আলোচন করিয়াছেন, এ বড় বিষম ব্যাপার ! কৌশলে ও প্রবঞ্চনায় সকল কাৰ্য্য সাধন করাই রাজনীতি ; ইংরাজ স্বীকার করিতেছে—বাঙ্গালীকে পলুকা ড্যান্স শিখাইয়া যাইবে ।

আজ্জ হতে গোয়ার ভয় নিবারণ ! গড়ের মাঠে আর ভয় ভয় চিন্তে বেড়াতে হবেনা, সেলারের উপদ্রব দূর, চাপরাসীর আর চোখ রাগানি থাকবে না ; নব রাজ্যে আর কতকগুলি নূতন নিয়ম হয়েছে যা সাধারণের জন্য আবশ্যক । কোন হিন্দু টিকী রাখিতে পারিবে না, আমরা বিবাহের পূর্বে

কোটদিপ্, প্রথা স্থাপন করিয়াছি প্রতিদিন সকাল সমুদায় আমাদের পার্লামেন্ট বসিবে, তাহাতে রাজ্যের হিতকর ও শুভজনক নিয়মামাবলী স্থির হইবে এবং এইরূপে সাধারণে বিদিত করা যাইবে ।

[প্রহাস।

নিশি। (স্বগতঃ) এরা কি গাঁজা খোর না কি ? এরা যে রাজ্য রাজ্য করছে এর ব্যাপার কি ? কলকাতায় নানান বর্ণের লোক আছে, কতকগুলো লোক জড় করে ডেটুড়া পিটুলে, ব্যাপারটা কি বল দেখি ? সংসদবার পাস নিয়েছে নাকি ? দেখি না দুটো একটা কথা ক'রে দেখি । (প্রকাশ্যে) আপনারা কাদের সং ? কান্দারীদের সং নাকি ? কান্দারীদের সং তো বান-কোড়ার দিন বেয়োয় ।

১ম নাগ। সং নয় সং নয়, রাজ্যলাভ করিছি ।

নিশি। 'জা'ত ক'রেছ, মুন্সিফ আশান সং বেরো-বেত ! দেশলাইওয়ালা বড় চমৎকার হয় কিন্তু !—

২য় না। ড্যাম্ ঠুপিড্ ।

নিশি। এবারটা একটা বেশ নুতন সং দিয়েছে, মোরারে রকমের অথচ বাঙ্গালী ।

৩য় না। মশায় জতি নিকোঁধ ।

নিশি। বাঃ বাঃ বেড়ে সং দিয়েছে ।

৪র্থ না। সং দিইছি কি মশায় !

নিশি। বটে বটে, সংগুলো দিলে একরকম, ঠিক

বেজায় আওয়াজ ।

৫

ঠাক ক'রতে পারলে না, আমিও একটা সং দিতে পারি
কিন্তু আমিও ওদের সাট জানিনা ; কথার জবাব দিতে
পারব না, বিষ্টপুয়ের চড়কের সং হ'তো, আমার যেমন
ব'লতো—বেলিক আহাম্মক, আমি ও ব'লতুম—উভয়ত
উভয়ত, শালাদের গাত ক'রে দিডুম ! ই মশাই এ
কিসের সং বেরল ?

৪র্থ না । তুমি অতি আহাম্মক নির্কোষ ।

নিশি । তা আমার গাল দিচ্ছেন কেন ? আহাম্মক
বানিয়ে দিয়েছে ।

[নিশিকান্তকে আক্রমণ ও সকলের প্রস্থান ।

(এক দিক দিয়া রমণীগণ ও অপর দিক দিয়া নিশিকান্তের
পুনঃ প্রবেশ)

রমণীগণ ।

(গীত)

সইলো আজ খবর চমৎকার ।

বিয়ের আগে, অনুরাগে আসবে লো ভাতার ।

ভাতার গিরির খাট্বে এপ্রেন্টিস

কাছে ব'সে হেসে কথা কবে লো ফিস্ ফিস্,

যোগাবে এসেন্স শিশি বেনের গ'ড়ে

ম্যাক্স ম্যাক্স ফিস্ ;

ফিস্ করে হায় হাঁটু গেড়ে

ব'লবে তুমি মাইডিয়ার,

কনেগিরি ঝকমারি সই থাকবে না লো আর ॥

[প্রস্থান ।

নিশি । আবার একদল সং বেরিয়েছে । ডাইতো
বলি, তবেত খুব এসে পড়েছি, কনুকের তার রগড় দেখা
যাবে, এখনো বেলা হয় নি একটু মজা দেখে যাই ।

(নাপিত ও নাপিতিনীর প্রবেশ ও গীত)

নাপিত—

আমার রসে ভরা রসের নাপ্তিনী ।

নাপ্তিনী—

খেটে খুটে যোগাই আমি মিলে করে কান্তিনী ॥

না—

বা বা সাবাস্ রে ক্যাবাৎ

নাপ্তিনীর টিকীকাটা হাত ।

নাপ্তিনী—

আমি যাই কামিয়ে আনি

মিলে নেশায় কুপোকাৎ ।

না—

নাপ্তিনীর গুণে আমার বেজার

লোকের আমদানী ॥

নিশি । গোলেমালে ব্যাগটা কোন দালা একে-
বার উধাও করে নিয়ে গেল, বরাবর খুঁজতে খুঁজতে
আসচি, কই দেখতে তো পেলুম না ।

নাপিত । যশাই টিকী রেখেছেন, জরিমানা দেবেন
কি ?

নিশি । হিন্দুর ছেলে শিফা রেখেছি জরিমানা দেব
কেন ?

নাশিত । মশায়ের বাড়ী বৃষ্টি কলকেতায় নয় ?
আম্বন আম্বন আর বেশী এগুবেন না, এখনই ধরা পড়-
বেন, টিকী পেছু এক টাকা জরিমানা ।

নিশি । ধরা পড়ব কি বাপু ? এলাহাবাদ থেকে
এতদূর এলুম কেউ ধরেনা না ।—

নাশিত । আম্বন না মশায় ।

নিশি । কোথায় ?

নাশিত । দোকানে চলুন—টিকীটা ছেঁটে দি ।

নিশি । না বাপু ।

নাশিত । না কি, তা হবেনা, আপনাকে ছাড়বেনা,
কৈ দেখি ? ইন, আপনি এত বড় টিকী যেখেছেন ?
ছটাকা জরিমানা হতো, দু—টা—কা, (নাশিনী কর্তৃক
টিকী কর্তন) দিন, আট গুণায় কাজ সাকাই হ'লো ।

[প্রস্থান ।

নিশি । সাকাই হাত বাবা, শিক্কাটা বাটলে ?

(জনৈক উকিলের প্রবেশ)

উকীল । মশায়, কারখণ্ড নেবেন না, আম্বন আমি
খুব কমে কমে ক'রে দেব ।

নিশি । কারখণ্ড নোব কি বাপু ?

উকীল । আজ্ঞে আপনার পরিবারের নাম বলুন ।

নিশি । রাস্তার মাঝখানে কি রকম কথা বার্তা
কচ্ছেন ?

(অনেক ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

ভট্টাচার্য্য। মশায় আমি রাজনীতিবাগীশ, এই
খানে টোল ক'রেছি কিছু বিধান নিতে হয়ত আসুন।

নিশি। কিসের বিধান মশায় ?

ভট্টা। এই বিধবা বেঁর, মুনগাঁ খাবার, দিলেত
খাবার, দোপড়া মেয়ে বে দেবার।

নিশি। এ জবর ভট্টাচার্য্য বটে !

(হোটেলওয়াল ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

উভয়ে।

(গীত)

আমার মটনকারী ভোগ।

শালগেরামের প্রসাদ করা থাকবেনা রোগ শোক।

আমার ফাউলকারী খেয়ে মেরি

তর্কপঞ্চানন,

হ্যাম দেখে তাঁর বারে নোনা

ডিবন কোল্ড মটন,

আমার শুদ্ধ খানা নাইকো গানা

স্মৃতির এ ব্যবস্থা যোগ।

ব্রাহ্মণ। মশায়, অনেক বেলা হ'য়েছে কত দূর যেতে
হবে ?

নিশি। মশায় আমার লক্ষ্মীর বাটীতে যাব।

ব্রাহ্মণী। বিস্তর বেলা হ'য়েছে, মহাশয় কিছু আহার
ক'রে যান না ? আমরা নূতন হোটেল ক'রেছি।

বেজায় আওয়াজ ।

৯

ব্রাহ্মণ । চলুন মশায় চলুন, অতি উত্তম কাউনকারী
গঙ্গাজলে পাক ব্রাহ্মণীর রান্না শুগনিধি তর্কপঞ্চানন
মশায় বিধি দিয়েছেন, কোনও দোষ হবেনা, কো ন
দোষ হবে না ।

ব্রাহ্মণী । ভাবছেন জবাই করা, তা নয় উকুণা
ক'রে বলি দেওয়া, দণ আনা ডিন্ ।

নিশি । বাপু, হিন্দুর ছেলে মুরগী খাব ।

ব্রাহ্মণ । আজ্ঞে আমি বড় বড় পণ্ডিতের সহী করা
বিধান দেখাব ।

নিশি । এই টোপ তোলা পণ্ডিত ত ?

(ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর প্রস্থান)

(ভিত্তির প্রবেশ)

ভিত্তি ।

(গীত)

গিয়া ডায়মন হারবার পাণী উঠানে,
হুকুম হুয়া গঙ্গাপানি ছিটানে ।
মশাক পায়া, গঙ্গাজী খুণী হুয়া,
পাক মশাক ভরুকে মুখে পানী দিয়া ;—
বোলা পাদরী ভট্‌চাজ্, পানী ছিটানে আজ্,
উচা গির্জামে গোপালজী জরুর জাক্
আগে আগে হোগা হামকে জানে ॥

[প্রস্থান ।

উকীল । ন'রে দাঁড়াও—ম'রে দাঁড়াও ।

নিশি । মশায় ধাক্কা দিচ্ছেন কেন ? মোজায়
ব'লেই হয় ।

উকীল । ভুরি সর কৈ ? সরে দাঁড়াও, দেখতে
পাচ্ছনা কে আনছে ?

নিশি । আনছেন ত এত রাস্তা র'য়েছে ঘান না ?

উকীল । চোপ্ বিশপ্ অব রঙ্গা পাগলা ।

নিশি । কে মশায় ?

উকীল । রামনিধি বাচস্পাতি । বিশপ্ অব রঙ্গা
পাগলা ।

উকীল । চোপ্ চোপ্ জীনাথ স্মৃতিরত্ন আর্চবিশপ্ ।

নিশি । কি বলছেন মহাশয় ?

উকীল । এখন চূপ্ করুন, এখন চূপ্ করুন, এর
পর বুঝিয়ে দেওয়া যাবে ।

উকীল । আর্চ বিশপ্ মহাশয় শুদ্ধমণি হই ।

আর্চবিশপ্ । এমেন্ ।

[খোল কণ্ডাল লম্বা সমারোহ ও পাদুরী ভট্টাচার্যের শালগ্রাম
হস্তে প্রবেশ ও প্রস্থান ।

(পুরোহিত ও পুরোহিত পত্নীর প্রবেশ)

(গীত)

স্ত্রী -

ওলো সই যজ্ঞমানের বাড়ী আর কি নথ নাড়ি ।

পুরুষ -

ফুরালো মোচ মুড়ান টাকী রাখা,

রেখেছি নবীন দাড়ী ॥

স্বী—

কালো গাউন মিলে কোলাবে

পুরুষ—

বামুনী আমার বড়ি দোলাবে

উভয়ে—

বুট পায়ে দিয়ে ঢালাবে পথে সেলাম লাগাবে

হয়েছে বিনিতী আক্কেল

ড্যাম ড্যাম ঘোড়া মোড়া ছাক্ ধু গোটু হেল

পুরুষ—

পুরুতগিরি আর কি করি পাদরিগিরি এই কাড়ি ॥

নিশি । এরা ঠাকুর নিয়ে কোথা যাচ্ছে ? একিকে
ত সব সাহেবের পাড়া । এর ভিতর হিন্দুর ঠাকুর কেন !
মশায় ঠাকুর কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

পুরোহিত । গির্জায় ।

নিশি । ঠাকুর নিয়ে গির্জায় কি মশায় ?

পুরো । কেন মশায় চূড়োতো মন্দিরেরও আছে
গির্জারও আছে ।

নিশি । চূড়ো থাকলে কি হয় মশায় ? গির্জাত
খুঁটানের ।

পুরো । পূর্বে হিন, এখন বাঙ্গালীর হ'য়েছে । এখন
বাঙ্গালীর রাজ্য গির্জায় বাঙ্গালীর অধিকার, খুঁটান
ভাড়িয়ে সেখানে ঠাকুর স্থাপন করা হবে ।

পুং-পত্নী । ভূমি চলনা, ওর সঙ্গে মিছে কি বকছ ?
দেখহনা মিলে লাকা ।

পুরো । মশাই কি ভাবছেন মন্দিরের দশা কি হবে,
মন্দির ভেঙ্গে রাজ-নৈতিক টোল করা হচ্ছে ।

নিশি ! যান মশায় যান আর কেন, বেলা হলো যাই
গুটা গুটা লবধনের বাড়ী । কলকাতায় নূতন নূতন সা
অভট্টা ভাল নয় । ওর ঢীকা কাটবার মন ছিলনা, ও
ভেবেছিল আমি পরচুল বিদে ঢীকাটা বাগিয়েছি, তাই
ছোট্টে দিলে । ঐ লাও রূপসী গোরা ছেড়ে দিয়েছে কি চঃ
ক'রে লাচ্ছে একটা সাপুটিয়ে নিয়ে চলে যাই ।

[প্রস্থান ।

(সেলারদেশে রমণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

তোলো সেল্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ চলে গেল

হেল্ হেল্ হেল্ ওল্ ড ইংল্যাণ্ড ।

হেলে খেলে চেউয়ে ছলে,

চেরিলি চেরিলি মেরিলি মেরিলি

হলে চলে সেলার ব্যাণ্ড ॥

ওড্ সিপ্ গ্যাড্, অন্ মাই ল্যাড্,

ম্যাড্ ম্যাড্ হু গোট্ ল্যাণ্ড

কুলে বাজ্, কুল জাহাজ্

কাম্ কাম্ কাম্ কাম্ লেডী সেলার্স্ ডু কমাণ্ড ॥

গটপরিবর্তন—শ্রেট ইন্টারগ হোটেল ও রঙ্গদার ও রঙ্গদারিণীর
প্রবেশ ও নৃত্য ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

পোড়ো বাড়ী ।

(কর্ণেল খেনে লবধন ও নেপটেনেন্ট বেগে তাহার জীব প্রবেশ)

উভয়ে ।

(গীত)

দুজনে মিলিটারি ঘরে ব'সে দাঙ্গা করি ভারি ।

বিষম গলাবাজী, দুজনে সমান রাজী

বর—

আমি উল্লুক গাজি

স্ত্রী—

আমি ঝাড়ু ভাজি

উভয়ে—

খিদের চোটে গরমি হ'লে নরম, খেনে যায় রণ

মিলে জুলে খাই স'জনে কারি

গপ্ গপ্ খাই কারি সুইট তোনি ॥

নেপথ্যে নিশি । লবধন ও লবধন ।

লবধন ! কেও ভিতরে এস ।

(নিশিকান্তের প্রবেশ)

নিশি । ওরে লবধন, মর্কনাশ হ'য়েছে, আমার
হাতা চুরি করেছে, ব্যাগ কেড়ে নিয়েছে, টিকী কেটে
দিয়েছে ।

লবধন । চোপ্ কেয়া বকতা হয় ।

নিশি । ই শালারাও না নেজেছিল, এখনও কাপড় ছাড়েনি, দু'চারটে ঢং ওর। ককক, আমিও জোট খাই, কিরে লবা ! কিরে বড় না কচ্ছিন্, এতো বাট-মালুম হলোনি, দুটে আর্জি জানাই । সাহেব ! আপ-নারা ইকিম সাহেব, দোহাই সাহেব, আমার ছাতা চুরি ক'রে নিয়েছে, ব্যাগ কেড়ে নিয়েছে, আর মাথার টিকী কেটে দিয়েছে, দোহাই সাহেব বিচার কর, তোমার মেম সাহেবের দোহাই, আর সকাই বলচে তোমরা রাজ্য ছেড়ে পালাবে বাঙ্গালী রাজ্য হবে ।

লবধন । ঠিক বাণ ।

নিশি । দোহাই সাহেব আমার মাথা খাশ, ছাতা যাক, ব্যাগ যাক, আমার টিকী কাটার বিচার কর ।

লবধন । জান্তা নেই আইন জয়া ।

নিশি । সাহেবকে বলে যে ধরম বাপ্ টিকীটে বনিয়ে দাও না ।

লবধন । নেই, তোম্ হামারা বোনাই ।

নিশি । লা সাহেব লা আমি সোজায় ভাংচিনি, আমি এক খেল খেলে বুঝো ।

লবধন । তোম্ হামকো চিন্তা নেই ?

নিশি । আজ কি রংটাই হচ্ছে । না সাহেব না, বিচার কর, নইলে তোমার নাম্‌নে মাথায় ইট মেরে ম'রব ; মেম সাহেব শুনেছি তোমাদের বড় দয়া, সাহেবকে বলে আমার পাতে বিচার হয় করে দাও,

নইলে আমি মা মা বলে চেঁচাব আর তুমি মুচ্ছ
থাবে ।

লবধন । টোম্ হালদার ।

নিশি । বাঃ বাঃ যেন মানোয়ারি গোরা । সাহেব
আমি বড় বিপদে প'ড়েছি ।

লবধন । ক্যায়া বক্টা হার, হামকো চিন্তে পারতা
নেই ? দেখ হান্ লবধন হার ।

নিশি । আরে চিনেছি, আরে চিনেছি, আমি কি আর
রং আনিনি তু শালা নেম্ লিয়ে একাই রং করবি ?

লবধন । নেম্ কে ভোগরা শালাজ্ ।

নিশি । ওরে শালী তুও খুব চঃ শিখেচিস্, এখন
একটু ঠাণ্ডা হ, লাই থাই, টুক্চার তেল দে ডুব মেয়ে
আসি । ওরে শালী, তুমি এমন হ'য়েছ ? বের সময় নেই
দশ বছরেরটী দেখে গেছি চিন্তে পারব কেমন করে ?
পাঁচ বছর দেখিনি জীলোকের বাড় কলাগাছের বাড় ।

জী । হাবিলদার ।

নিশি । হাবিলদার কিরে শালী, হাবিলদার ত
সিপাই ।

জী । কর্ণেল, একে তুমি ব'লে হালদার, আমি
মনে কর্লেম হাবিলদার ।

লবধন । না প্রিয়ে, ইনি আমার বোনাই তোমার
নন্দাই ।

জী । যেই হোন, আপাততঃ এখন আমার হাবিল-

দার নেই তখন আমি একেই হাবিলদার করব, হাবিলদার।

নিশি। লবা, তোর মাগকে শাসিত ক'রতে পারিস নি, যা নয় তাই ব'লছে।

লবধন। তুমি ধূম, আহাম্মুক, নির্বোধ, বোকা, উদ্ধ-বুক, তুমি ইষ্টুপিড, তুমি ফুল, তোমাকে হাবিলদারের পদ অর্পণ ক'রে আরও সম্মানিত ক'রেছে, তা তুমি বুঝতে পারেনা, তোমার যদি অপমান বোধ হ'য়ে থাকে ডুয়েল লড়, যুক দাও।

শ্রী। অল্প নাও।

নিশি। কিরে, তোর মাগ যা বলবে তাই, অল্প নাও কি বল, পাঁচ বছরের পর এলুম ব'সতে বল, তোর দিদির কথা ভিজ্জস্, বিষ্ণুপুরে আমাদের এমন সং নাই। আরে সংতো ঢেকু সেজেছি, বৈকালকে রং করিস্ তো হ'ব, আমিও কি ছাড়ব ?

লবধন। কি মেলা ব'কছ অল্প নাও।

নিশি। উলোর পাগলের মতন ওরে লবাই তুই খেপুলি নাকি ?

(রাজবেশে গণেশ ও রাণীবেশে ভাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ওরে দ্যাখ্, দ্যাখ্, এরা আবার কারা এলরে ?

গণেশ। তুমি জাননা, তুমি অবলা, রাজ্য ভাং তুমি কিছুতেই বইতে পারবে না, এত আর এলো চলে খোপা বাঁধানয়, আর এয়ারিং পরাও নয়, কি ক'রতে

হবে, জান ? সিংহাসনে বসতে হবে, মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, কেন বৃথা আকিঞ্চন করছ ? যা বলি শোন, আমি বাদশা হই তুমি আমার রাণী হও।

রাণী । কি তোমার আদ্যাব হ'য়ে থাকবে ? তুমি জাননা তুমি একে পুরুষ ভায় বাঙ্গালী, তোমরা ত বাগানেয় মালী, ফল পাকড়টা যা জন্মায় সাহেবের ডালীতে যায়, আপনারা কলাটা কচুটা যা পাণ্ড তাই খাও, খালি চাকরী ক'রতে যজ্ঞবৃত্ত ভুত দেখলে মাগের আঁচল ধর, এই যে বিলেত বিলেত কর সেটা কার মূলুক ? তাই বলি আমি হই বাদশাজাদী তোমার রাজার হালে রাখব, পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আমার ভাতারগিরি ক'রবে চুরটটা পর্যন্ত আপনি ধরিয়ে খেতে হবে না।

নিশি । মেল সং রাজা ভাল নয়, ই শালার বাড়ি কি উলুই চণ্ডী ভর ক'রেছে ? আরে ই কিরে, ইও দেখছি আমার খুড়তুতো শালা গণেশ । গণেশ, ভাল আছ ত ? বড় বিপদ গেছে ভাই, আমার টিকী কেটে দিয়েছে, লবা শালা আমল দিচ্ছেনা, সাহেব সঙ্গে মাগ নে মন্ত, তুমি আবার এ কি পোষাক প'রেছ, কথা কচ্ছনা যে, গণেশ ও গণেশ ওরে গণেশ ।

রাণী । এই নাও, মহারাজ বাদশা, যেচে মান কেঁদে সোহাগ হবে কেন, রাজার মতন তোমার কি আছে যে লোকে তোমার বাদশা ব'লবে ? এত ক'রে পোষাক প'রলে তবু জো চিনে কেনে যে গণেশ সেই গোবর

গণেশ, চাল চুল চাই ? কই হেথ। সিংহাসন নেই, অম্মনি
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাদসাই ক'রছ, আর এই দেখ দিকি
মিনি সিংহাসনে আমি বাদসাজাদী হ'য়ে বসি ।

নিশি । বেড়ে ব'লেক যে, ব্যাগুটা থাকলে জুখানি
বার ক'রে হাত দিতেম, ই শালারা মহলা দিচ্ছে, ই
শালা চৈত নংক্রান্তিতে বেকবেক ।

রাণী । কে ভুমি ? হা হা হা, এক ধমকে গোটের
লিগে চমকে গেছে, ভয় নেই, ভয় নেই, কে ভুমি ?

নিশি । শালী বড় ঝাঁকড়ালে বে, আজ্ঞে আমি
লবধনের বোনাই ।

রাণী । কর্ণেল ?

লবধন । হা বাদসাজাদি সত্য, কিন্তু আমার লেপ-
টনাটকপিলী পরিবার একে হাবিলদার ক'রতে চায় ।

রাণী । উত্তন, কেমন দেখলে ত ?

গণেশ । মন্ত্রী !

(১ম মন্ত্রীর প্রবেশ)

১ম—ম । মহারাজ !

রাণী । মন্ত্রী ।

(২য় মন্ত্রীর প্রবেশ)

২য়—ম । মহারাণী ।

১ম । কে ভুমি

২য় । ভুমি কে ?

১ম । আমি মন্ত্রী ।

২য় । আমিও মজী ।

১ম । এস,

২য় । এস ।

নিশি । মশায়রা করেন কি, খাম্কা খাম্কারি করেন কেন ?

১ম । স'রে যাও ।

২য় । স'রে যাও !

নিশি । ওই, ই যে বাড়াবাড়ি ক'লে, আমায় মাচ্ছেন কেন ? তোদের কি রকম সং সাজারে ? এ খুসো ঘূষি কেন রে ? আমায় মেলে কেনে ? ওরে লবা ওরে শালা, ওরে খুন ক'লে যে, তোরা বোনুকে একাদশী ক'র্ত্তে হবে, ওরে শালা দেখনা ?

১ম—ম । কেমন মশায় বলুন ত কার ঘুঘীর জেয়ে বেশী ।

২য়—ম । মশায় ঠিক কথা ব'লবেন ।

নিশি । ব'লব মশায় ব'লব, একটু ব্রহ্মন শিরটা খেচে ধ'রেছে, ছপাশ খেকেই খেঁটে ধ'ছে, আঃ আপনাদের ছজনকার ঘুঘিই ডুলা মূল্য ।

১ম—ম । দেখলি ছাপ, যে বোকনার সে জানে ।

২য়—ম । তুই দ্যাখ তুই দ্যাখ, তুইও যদি মজী হ'তে পারিস আমিও কমতি নই, কেমন মশাই বলুন ত ?

নিশি । উঃ শালারা খাম্কা খায়ে ঘুঘিয়ে দিলে, সমস্ত রাত রেল গাড়ীর ধকল গেছে, সমস্ত বিষ ফোঁড়া

হয়ে টাটিয়ে উঠলো লবাশালা সাহেব সেজে ছুনিয়াকে
স্বপ্নাত ক'চ্ছেন, এরা ছটোতে প'ড়ে অকাতরে ঘুস্নলো ।
আর ও শালা কি গুপ্তিপাড়ার বীর সেজেছে নাকি ?
চুপ ক'রে পাড়িয়ে রইলো, গিন্নি মরেন লবধন লবধন
করে, আজ নওর দিন জানলে কি কল্কেতায় আনুভূম ।

(ভাটের প্রবেশ)

নিশি । মশায় ঢের সং দেখেছি, গায়ের ওপর দে
হেতনি, দেখে গেলেই হয়, একে আমার সর্কান্দে বেদনা ।

১ম—ম । কাকে কি ব'লছ ?

নিশি । মশায় আপনাকে ত কিছু বলি নি, আপনি
অমন ক'চ্ছেন কেন ?

১ম—ম । চুপ ক'রুন মশায় আপনি ওঁকে চেনেন
না ।

নিশি । নাই বা চিন্‌লুম মশায়, উনি চোক রাগাবার
কে ? ভাট সেজেছেন বইত নয় ?

১ম—ম । অমন কথা ব'লবেন না, উনি রাজসভার
হেরলুড, সে কোন কালে রেঙভাট ছিলেন ।

নিশি । একালেই বা কার গেজুর গাছে ভাঁড়
বসিয়েছেন ।

১ম—ম । এখন হেরলুড ভাট হ'য়েছেন, আন্তশ্রদ্ধের
বিদায়ের জন্ত আর ওঁকে ধরা দিয়ে গালি গালাজ কর্তে
হবে না, কেননা, শ্রদ্ধ আর হবে না, সকলেরই মত
হ'য়েছে মৃত্যুর পর কফিনে শুয়ে একবার যজ্ঞতা অনুবেন

আর স্বর্গে— ন, উনি এখন নব রাজ্যে, হেরল্ড কার্ডো
ব্রতী হ'য়েছেন যখন বাকি খেতাব দেওয়া হয়, উনি রাজ-
নমস্কে তাঁর পরিচয় দান করেন, গুণগান করেন ।

(বড়লাটবেশে হরিহর পাকড়ানি ও তাহার স্বীয় প্রবেশ)

ভাট । রাজা রানী উভয়েই উপস্থিত, খেতাব দেবেন
কে ?

২য় ম । বহু সিংহাসন কিনি অধিকার কর্ণেন এখনও
স্থির হয় নাই, আপনি উভয়ের নিকটেই গুণকীর্তন করুন,
উভয়ে এখন একত্র হয়ে খেতাব দিন, পরে যিনিই সিংহা-
সনে বসুন যোগ্য জনকে যে সব পদ ও খেতাব দেওয়া
হবে, ভবিষ্যতে তার আর নড় চড় হবে না ।

ভাট । ইনি ২৪ পরগণা নিবাসী শ্রীহরিহর পাকড়ানী,
বড় লাট পদের প্রাসাদী, সঙ্গে ওঁর পত্নী, ইনি যেমন রক্ত
উনি তেমনি রক্তী, অতি গুণবতী, ওঁর পতি কুলে শীলে
ধন্য, সমস্ত ২৪ পরগণা মাঝ, দেশের জন্ত ছটকট ক'রে
বেড়ান, কখন বোম্বাই, কখন বিলেত যান, যাদু বুকের
রক্ত দিতে হয় তাও স্বীকার দেশ উদ্ধার ক'রবেনই ক'র-
বেন । একবার ওলাউঠা হয়েছিল, কিন্তু জম্বুভূমির হিতার্থে
প্রাণপণ ক'রবেন বলে তাতে দেহত্যাগ করেন নি,
ডিউক হবার উপযুক্ত ব্যক্তি, নীল ডাউন হও, জাহ্নু পেতে
ব'ল ।

গণেশ । হরিহর পাকড়ানী আজ হ'তে তুমি ডিউক
পদে অভিষিক্ত হ'লে, ডিউকের টুপী দাও, রাইজ ডিউক

অব্ ২৪ পরগণা গাছোখান কর, তুমি বড় লাটের পদ পাবে ।

রানী । আর তুমি বড়লাটনী হ'য়ে ও'র সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ।

(জাঁদরেল বেশে কাকালীচরণ দান ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ভাট । এ'র নাম কাকালী চরণ দাস নিবাস মুচিখোলা, প্রহিষ্টা ক'রেছেন দেশের ক্ষেত্রে দেবেন গলা, হ'তে চান জাঁদরেল বাহাদুর, খুব চতুর ; একবার ফতুর হ'য়েছিলেন, দেশের লোক চাঁদা করে একে বড় মানুষ করে দিয়েছেন, বিলাত প্রসিদ্ধ, বাকুধুরে সিদ্ধ, অধীনে আছে অনেক ভল্‌ন্টিয়ার, কাকেও করেনা ফিয়ার, ছিলেন মুখ্য কুলীন, হয়েছেন জ্যাকবিন, ভাই কাউন্ট হবার যোগা, নীলডাউন হ'ল, হাঁটু গাড়া ।

রাজা । কাকালীচরণ দাস আজ হ'তে তুমি ভাই-কাউন্ট পদে অভিষিক্ত হ'লে, টুপী দাও, রাইজ ভাই-কাউন্ট অব মুচি খোলা, ওঠ, তুমি জাঁদরেল বাহাদুর হবে ।

রানী । আর তুমি জাঁদরেলনী হ'য়ে ও'র সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ।

(ছোটলাট বেশে ফিকিরচাঁদ ঘোষ ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ভাট । সেওড়া তলায় এ'র বাস, নাম ফিকিরচাঁদ ঘোষ, দেশের ক্ষেত্রে সর্বদাই করেন হাই হতোশ, পলিটিক্‌সে ভারী পটু পাল দিতে পারেন খুব কটু, এই যে দেখ-

ছেন মকুটে চেহারা, এর ভিতর গুণ ভরা, অনেক জমীদার
এঁর হাত ধরা, দেশের জন্তে টাকা দয়কার হ'লে তাদের
কাছে থেকেই স্থান, हरिनाथ না ক'রে জন ধান্না, আর
দেশের জন্তে অন্ততঃ বার কতক দীর্ঘ শ্বাস না ফেনে,
নিদ্রা দান না, একবার মনে ক'রেছিলেন জন্মভূমির
হিতার্থে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবেন, কিন্তু ধৈর্য্য এসে
গেল, ভাবলেন যদি কখনও সুদিন উদয় হয়, ছোট লাট
হবেন, মাকুইন্স হবার যোগ্য, নৌলডাউন হক, হাট
পাত ।

গণেশ । কি ক্লিরটান ঘোষ, আজ হ'তে তুমি মাকুইন্স
পদে অভিষিক্ত হ'লে, টুপী দাও, রাইজ মাকুইন্স জন
সেইড়া তলা, উঠে দাঁড়াও, তুমি ছোট লাট হ'বে ।

রাণী । আর তুমি ছোট লাটনী হয়ে ওঁর সঙ্গে বন্ধে
থাকবে । আর কেউ উপস্থিত আছে ?

ভাট । আপাততঃ নয় ।

গণেশ । কর্ণেলের বোনাই অবশ্য খেতাব পাবার
যোগ্য ।

রাণী । অবশ্য যখন উনি স্বাক্ষরকার হবেন ।

ভাট । তোমার নাম ?

নিশি । নিশিকান্ত হালদার ?

ভাট । নিবাস ?

নিশি । বন বিষ্ণুপুর, হাল সাকিন বনহুগলী,—মাতুল
আশ্রয়ে বাস ।

অব্-২৪ পরগণা গাছোখান কর, তুমি বড় লাটের পদ পাবে ।

রাকী : আর তুমি বড়লাটিনী হ'য়ে ও'র সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ।

(জাঁদরেল বেশে কাঙ্গালীচরণ দাস ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ভাট । এ'র নাম কাঙ্গালী চরণ দাস নিবাস মুচিখোলা, প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন দেশের ক্ষেত্রে দেবেন গলা, হ'তে চান জাঁদরেল বাহাদুর, খুব চতুর ; একবার ফতুর হ'য়েছিলেন, দেশের লোক তাঁনা করে একে বড় মাছুষ করে দিয়েছেন, বিলাত প্রসিদ্ধ, বাকুকে সিদ্ধ, অধীনে আছে অনেক ভল্টিয়ার, কাকেও করেনা কিয়ার, ছিলেন মুখা কুলীন, হয়েছেন জ্যাকবিন, ভাই কাউন্ট হবার যোগা, নীলডাউন হ'ও, হাঁটু গাড়া ।

রাকী । কাঙ্গালীচরণ দাস আজ হ'তে তুমি ভাই-কাউন্ট পদে অভিষিক্ত হ'লে, টুপী দাও, রাইজ ভাই-কাউন্ট অ'র মুচি খোলা, ওঠ, তুমি জাঁদরেল বাহাদুর হলে ।

রাকী । আর তুমি জাঁদরেলনী হ'য়ে ও'র সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ।

(ছোটলাট বেশে ফিকিরচাঁদ ঘোষ ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ভাট । সেওড়া তলায় এ'র বাস, নাম ফিকিরচাঁদ ঘোষ, দেশের ক্ষেত্রে সর্বদাই করেন হাই ছতোশ, পলিটিক্সে ভারী পটু, গাল দিতে পারেন খুব কটু, এই যে দেখ-

ছেন মকুটে চেহারা, এর ভিতর গুণ ভরা, অনেক জমীদার
এঁর হাত ধরা, দেশের জন্তে টাকা দরকার হ'লে তাদের
কাছে থেকেই জান্ হরিদাস না ক'রে জন খান্না, আর
দেশের জন্তে অন্ততঃ যার কতক দীর্ঘ শ্বাস না ফেলে,
নিদ্রা দান না, একবার মনে ক'রেছিলেন জগদ্বাসিনী
হিতার্থে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবেন, কিন্তু ধৈর্য্য এসে
গেল, ভাবলেন যদি কখনও সুদিন উদয় হয়, ছোট লাট
হবেন, মাকু ইন্ হবার যোগ্য, নৌলজাউন হও, হাটু
গাত ।

গণেশ । কিরিরচাঁদ ঘোষ, আজ হ'তে তুমি মাকু ইন্
পদে অভিষিক্ত হ'লে, টুপী দাও, রাইজ মাকু ইন্ অব্
সেওড়া তলা, উঠে দাঁড়াও, তুমি ছোট লাট হ'বে ।

রানী । আর তুমি ছোট লাটনী হয়ে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে
যাকবে । আর কেউ উপস্থিত আছে ?

ভাট । আপাততঃ নয় ।

গণেশ । কর্ণেলের বোনাই অবশ্য পেতার পোষার
যোগ্য ।

রানী । অবশ্য যখন উনি হাদিসদার হবেন ।

ভাট । তোমার নাম ?

নিশি । নিশিকান্ত হালদার ?

ভাট । নিবাস ?

নিশি । বন বিষ্ণুপুর, হাল সাকিন বনহগলী,—মাতুল
আশ্রয়ে বাস ।

গণেশ । বনহুগলী কোথায় ? বাঙ্গলা কুর্শি-ডিক-
মেনের ভিতর কি ?

১ম-ম । হাঁ মহারাজ বঙ্গরাজ্যের মাইলদুর্গত ।

গণেশ । সেটা সহর না বন ?

১ম-ম । বোধ করি হুগলীর সন্নিকটস্থ বন বলেই বন
হুগলী নাম হ'য়েছে ।

২ম ম । কিথা এমনও হ'তে পারে, কর্ণেল সাহেবের
বোন সেখানে থাকতেন বলে বন হুগলী নাম
হ'য়েছে ।

নিশি । যে নারিকেল মুড়ী ঠুসে এয়েছ এখন ঠাণ্ড-
রাতে পাচ্ছনা—সেটা বন কি সহর ?

রানী । সেখানে নারিকেল গাছ আছে ?

নিশি । বিস্তর ।

রানী । তবে ত সেটা বন ?

নিশি । না গো ঠাকরুণ না, ভূমিত দেখনি, বন কেন
হতে পারে, কতি পবিত্র গওগ্রাম ।

রানী । গওগ্রাম ? তবে এঁকে ব্যারণ করা হোক ।

গণেশ । হাঁ ব্যারণ অব বনহুগলী ।

ভোট । নীল ডাউন হও ।

নিশি । কেনে ?

১ম-ম । ভূমি ধোঁব পাবে ।

নিশি । বেলকুল মা উলুই চণ্ডী ভর করেছে, এখান
হতে সরে পড়ি, সাবলে, এমনি ক'রে এক কাঁধে পাখা ও

এক কাঁধে বাড়ি প'ড়বে ! মশায়, আগকের দিন থাক
আমার সর্কাঙ্গে বেদনা ।

ভাটি । তা হবে না, নীল ডাউন হও ।

নিশি । তুই চেপে ধ'রতে আমায় লাব্বি, কে তোর
চায়ের খেতাব চায় ?

২য় ম । চায়না ব'রে শোনে কে ? নীল ডাউন হও ।

নিশি । মেলা জুলুম করিস্ না, চাদর ছেড়ে দাও ।

সকলে । নীল ডাউন হও ।

নিশি । জোর জরাজীর্ণ কেন হে ?

গণেশ । ভূমি কর্ণেলের বোনাই ।

নিশি । আর মশায় খেতাব চাই নি, ঢেক্ হ'য়েছে
আমায় ছেড়ে দিন ।

সকলে । তোমায় নিতেই হবে ।

নিশি । হাড়ুন মশায়, একি জুলুম ?

রাণী । ধ'রে বসিয়ে দাও ।

নিশি । শালায় জুলুম ক'রলেও, ছাড়লেও না ।
মশায় সর্কশরীরে বেদনা, কেন টানাটানি কচ্ছেন ।
আচ্ছা মশায় ব'সছি ব'সছি ।

গণেশ । টুপী নিয়ে এস ।

নিশি । তোর এমন সঙের মুখে পেছাব ক'রে দি,
যায় ঐশ্বর্য ভিক্ষা মেগে খাব ! টুপী আমি কিছুতেই
পরব নি ! থাক প'ড়ে চাদর—গিঁচে রুড় দি ।

নকলে । পালান পালান ধরু ধরু ধরু ।

[অহসরণ ।

(দুই জন নাগরিকের প্রবেশ)

উভয়ে ।

(দীর্ঘ)

যদি বাদসাজাদী না করে আমার

এই মেলে হয় বিলেত যাব,

নয় যাব আমেরিকার ॥

রাগের চোটে যাব বিদেশে,

খুঁজে খুঁজে বাদসাজাদী না পেয়ে শেনে,

দেশের লোক সব মরবে আপশোমে,—

হেরসারী এমন চটক

দেখব খুঁজে কোথায় পার ॥

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

পার্লিমেণ্ট হল ।

(গোবর্দ্ধন ও সভাপণের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন । বঙ্গ সিংহাসনের অনেক প্রার্থী উপস্থিত
আছেন, কিন্তু সিংহাসন দিবার পূর্বে এক কথা সকলকে
ব'লে রাখা উচিত, যে বঙ্গে ভূমল ব্যাপার উপস্থিত ;

সভাগণ, ভয় পাবেন না ! কিন্তু আমি বিশেষ সূত্রে শুনি-
যাছি, যে সিংহাসনে রাজ্য বসিলে রমণীগণ বিদ্রোহী হইবে,
যাহার ঘরে রাণী জ্ঞী আছে, তিনিই জানেন নারী কি
ভয়ঙ্করী ! তিনিই জানেন এক নারীতে এক সংসারে প্রলয়
উপস্থিত করিতে পারে ! যদি এক নারীর এত দূর ক্ষমতা,
তবে দেশ শুদ্ধ মেয়েমানুষ জড় হ'লে কি না করিতে
পারে ?

১ম-স। নারীর ভয় ক'রলে চ'লবে কেমন
ক'রে ? লোকে আমাদের কাপুরুষ ব'লবে, সিংহাসনে
একজন রাজাকেই বসাতে হবে ।

২য়-স। কিন্তু আমি শুনিছি জীলোকেরা মুরগী-
ছাটা থেকে পিস্তল কাপ কিনে রেখেছে, যদিও তাহাতে
গোলা ছোটে না, বিদ্ধ আওয়াজ হয়, তাকেও কথকিত
প্রাণের ভয় আছে, যদি জীলোকেরা যুদ্ধার্থিনী হ'লে
আসেন, ইংরাজ ত জীলোকের উপর অস্ত্রচালনা
করবেন না ।

৩য়-স। শুধু তানয় আমি দেখে এলেম অনেক
জীলোক রান্নাবান্না ফেলে—হাতা, বেড়ী, চেলাকাঠ
নিরে ছুটে আসছে, কেউ বাটনা ফেলে নোড়া আফালম
ক'রতে ক'রতে আসছে, কেউ কুটনো ফেলে বঁটি নিয়ে
ছুটে আসছে ।

৪র্থ-স। সিংহাসন জীলোককেই দেওয়া হোক,
আমি ভীত নই, কিন্তু গভীর কথা ব'লতে কি, ঐ যে

বেড়ীর কথা শুন্লেন, ও দ্বীলোকের হস্তে বড় ভয়ানক অল্প, ঐ অল্প একবার গলদেশে আটকে যদি একটা টান লাগায় এমন পুরুষ নাই যে পদানত হবেন না, ঐ যে নোড়া আফ্রাননের কথা শুন্লেন কার মাথায় প'ড়বে, ঠিক কি, ভাবুন দূর হইতে ছুড়িয়া মারিবে ! বঁটির কথা আর কি বলিব !

৫ম-ন। ছনেন মশায় ছনেন, আমি রামচরণ ভরপদারের ছমুন্দি, আমারেনি সিংহাসন দেন, মায়াগুলার ভয় করবেন না। আমাগর আরতে বিস্তর মুটে আছে, আপনাগর মাগীগুলো কত বড় হওয়া, এক একটানি আসবে, আর কাঁকায় দিবে চাপ, খরিরে কাঁকায় পুরে বস্তাবন্দী ক'রে পদ্মাপার করুন।

৬ম-ন। ওহে বাপু থাম থাম, এ ভোমার ডাহার মাগী নয়,—হস্ত হাতে হলুদ মেখে বারো হাত শুন্টা দিবে গঙ্গাচানে যায় ! এরা সব গাউন পরে, সেকেন করে, সাহেবের সঙ্গে কথা কয়।—

৫ম-ন। দ্যাছেন ত মুশায়, ডাহা ডাহা করেন, ডাহা কমতি কিগে ? আমরাও হংবাদ গল্প পরি—হবা করি, আপনারা আর ব্যাশী করছেন কি ?

গোব। তর্কের সময় নয় যা হয় একটা স্থির হোক—দ্বীলোককে সিংহাসন দেওয়া হবে কি পুরুষ কে ?

সকলে। দ্বীলোককে—দ্বীলোককে।

১ম-ন। দ্বীলোককে সিংহাসন দেওয়া হোক তাঁকে

আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তাদের রাজ কার্যে কোন হাত থাকবে না ।

গোব । আরে রাম রাম, বক্তৃতা আদি সব আম-
রাই ক'রব, জীলোক কেবল সিংহাসনে থাকবে ।

মে-স । হ, হু হু এই লইয়া হস্তাঙ্ক থাকবে ! এক-
বারনি উঠাইলে গারে পা দিয়ে চ'লবে ! দেন নশায়
আমাদেরনি হিঙ্গাসন, আমি রানচরণ তরপদারের হুন্নি,
হালাগর হালার ঘটে নাই বুদ্ধি, রাজ্যা চালাবার চায় !

গোব । চূপ করুন না মশায়, রাজনৈতিক আন্দো-
লনে বাধা দেবেন না । আপনি জানেন না, আমাদের
কি সর্বনাশ উপস্থিত !—সাতশ বছরের হারা রাজ্য
আমাদের হাতে আনুচ্ছে, কিন্তু না আস্তে আস্তে
জীলোকেরা ছোঁ মেরে নেবার চেষ্টা ক'রছে ।

(নিশিকান্তের প্রবেশ)

নিশি । দোহাই মশায়রা, দোহাই মশায়রা, শালার
সংসেজে আমায় যতপয়োনাস্তি নাকাল ক'বেছে ।
ভোমরা ত সংসাজনি ? আমার ছাতা গেছে, ব্যাগ গেছে,
চাদর কেড়ে নেছে, রাস্তার হড়োহড়ীতে এক পাটি
জুতো যে কোথায় উড়ে গেল, কিছুই ঠিক পেলেন না,
এই দেখুন আমার টাকী কেটে নিয়েছে, আর আমায়
খেতাব দেবে ব'লে টুপী নে ভাড়া ক'রেছে ।

(রাণী ও জনৈক নাগরিকার প্রবেশ)

মে-স । লও, হালাগর হালার রাজ্য কারিয়া লও !

রাণী । একি, পার্লামেন্ট হচ্ছে আমার অজ্ঞাত
স্বারে ? সিংহাসন কার ?

গোব । স্থির করা হয়েছে আপনাকেই দেওয়া
হবে ।

নাগরিকা । রাজ্যশাসনে আমাদের হাত থাকা
চাই ।

রাণী । কি বল চুপ করে রয়েছে কেন ?

গোব । আজ্ঞা আজ্ঞা সেটাত—

রাণী । সেটাত কি ? আমরা পার্লামেন্টে বসে
বক্তৃতা করব ।

গোব । আজ্ঞা—

মে-দ । হালাগত হুমতি নাই, গার ধরিয়৷ চব্বারিয়৷
কারিয়৷ লও ।

রাণী । কি সম্মতি নেই ? মাজ মাজ তে কোথার
আছ !

(সভাগণের পলায়ন)

(গীতগণের প্রবেশ)

রমণীগণ ।

(গীত)

মেজেছি বেড়ী হাতে

ফুল বাঙ্গালী জানেনা তা ।

রেগেছি বেজায় রকম মেজাজ গরম

এভাবে কে নোড়ার খা ।

হাতায় হাতায় খাতায় খাতায় ক'রব খুন,
 ব্যাননে দেবনা খুণ,
 কোনশালী আর পাণে দেবে চুণ,—
 নারী কত সহিতে পারি দিয়েছে বিবম দাগা ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বিডেন গার্ডেন ।

(জনেক বক্তার প্রবেশ)

জনেক লোক । বঙ্গেশ্বরী বেগেছেন এখন প্রাণ
 ভ'রে চিলে ভারত মাতার সুম ভাদিতে হবে ।

(নিশিকান্তের প্রবেশ)

নিশি । এ খালারা খেপেছে কি আমার মাথাটা
 বিগড়েছে, একটা হৃদিস দেখি, সাত সাগরের জল খেলুন,
 আমারই মাথাটা বিগড়েছে ! রোস রোস, আগে ঠাউরি
 নি, আমারই মাথা বিগড়ে গেছে আচ্ছা দেখি দিকি
 আগা গোড়া সব মনে ক'রে, আমার নাম নিশিকান্ত
 হালদার, এখন ধর বাড়ী বন হুগলী, এলাহাবাদের
 রেলের শুদম সরকার, সেখানে আমার পরিবার আছে,
 এক বেটীছেলে এক বেটাছেলে, খাঁচবৎসর বাড়ী
 আদি নি, বঙ্গো পানির সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব :

রাণী । একি, পার্লামেন্ট হচ্ছে আমার অজ্ঞাত
মারে ? সিংহাসন কার ?

গোব । ছির করা হয়েছে আপনাকেই দেওয়া
হবে ।

নাগরিকা । রাজ্যশাসনে আমাদের হাত থাকা
চাই ।

রাণী । কি বল চুপ করে র'য়েছ কেন ?

গোব । আজ্ঞা আজ্ঞা সেটাত—

রাণী । সেটাত কি ? আমরা পার্লামেন্টে বসে
বক্তৃতা করব ।

গোব । আজ্ঞা—

মে-দ । হালাগব হুমতি নাই, গার ধরিয় চব্বারিয়া
কারিয়া লও ।

রাণী । কি সম্মতি নেই ? মাজ মাজ কে কোথায়
আছ ।

(সভাগণের পলায়ন)

(গীতগণের প্রবেশ)

রমণীগণ ।

(গীত)

সেজেছি বেড়ী হাতে

ফুল বাঙ্গালী জানে না তা ।

রেগেছি বেজার রকম মেজাজ গরম

এড়াবে কে নোড়ার ঘা ।

হাতার হাতার খাতার খাতার ক'রব খুন,
 ব্যারনে দেবনা খুণ,
 কোনশালী আর পাণে দেবে চুণ,—
 নারী কত সহিতে পারি দিয়েছে বিবম দাগা ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বিডেন গার্ডেন ।

(অনেক বক্তার প্রবেশ)

অনেক লোক । বঙ্গেশ্বরী বেগেছেন এখন প্রাণ
 ভরে চিলে ভারত মাতার খুম ভাঙতে হবে ।

(নিমিকাতের প্রবেশ)

নিমি । এ শালায়া খেপেছে কি আমার মাথাটা
 বিগড়েছে, একটা হৃদিস দেখি, সাত নাগরের জল খেলুন,
 আমারই মাথাটা বিগড়েছে ! রোল রোল, আগে ঠাউরি
 নি, আমারই মাথা বিগড়ে গেছে আচ্ছা দেখি দিকি
 আগা গোড়া সব মনে ক'রে, আমার নাম নিমিকাত
 হালদার, এখন ধর বাড়ী বন হুগলী, এলাহাবাদের
 রেলের গুদাম সরকার, সেখানে আমার পরিবার আছে,
 এক বেটাছেলে এক বেটাছেলে, পাঁচবৎসর বাড়ী
 আনি নি, বুড়ো পিতির সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব ;

ধরা তুই সর। দেখিস এতই কি গুমোর ;—

খুল্লে কোতল আস্‌বি ছুটে

শুধবে কে বল শুঁড়ীর ধার ।

মাতাল । তবে যে শালা জুতো চোর, আমি নিরি-
বিন একটু খানায় প'ড়ে ঘুমিয়ে ছিলুম, আর এক পাটা
জুতো খুলে এনেছ, দে শালা দে !

নিশি । আঁ মর শালা, জুতো নিজে টানাটনি কেনে ?

মাতাল । ছাড় শালা নইলে কামড়াব ।

নিশি । কামড়াবি, কামড়াতে আমি জানিনে,
পায়ের জুতো কি তোরে ছাড়ব নাকি ?

মাতাল । তবে আমার এক পালি কোথা গেল ?

নিশি । দেখ্‌গে যা তোর কোন্‌ মাসীর ঘরকে ফেলে
এসেছিস । শালা মাতাল ।

মাতাল । শালা, আমি মাতাল ? তুই শালা জুতো
চোর, দে শালা আমার জুতো দে !

নিশি । মর শালা তোর চোক আছে যে দেখবি ?
তোর কালো আমার যে সাদা ।

মাতাল । বুকেছি বাবা বুকেছি, রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে
সাদা করে ফেলেছ ।

নিশি । তোর যে বগল্‌স্‌ রে, আমার যে কিত্তে
বাধা ।

মাতাল । সাজ্‌ বদলে ফেলেছ, ভালয় ভালয় ছাড়
বাধা নইলে কামড়াব, এই কামড়ালুম ।

নিশি । ভোর এমন মাতলাম আমি জান্তিমনি,
কামড় দিস্ তো এই জুতোয় কামড় দে । ধর শানা ব্যাভে
ক'রে ধর ।

মাতাল । ছাড়িনি শানা ।

নিশি । ছাড়ব নাই, পাটীকে পাটী ম্যাকাই করবি ?
তাড়ব নাই, মাতলাম আমি জানি নাই তুই মাতলাম
দেখাছিন্ কিরে, ষ্টেশনে ছিঙলে জাব--ন্যাশার বোকে
ব্যাগে ছাড়াইরাছি । আমার চেয়ে কত ন্যাশা করিস বলত ?

[জুতা কাড়াকাড়ি করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান ।

(ইহুনের ছাত্র ও ছাত্রীগণের প্রবেশ)

মকল ।

(গীত)

গ্যালপ্ গ্যালপ্ গ্যালপ্ চল, না হয় নাচ পলক

লিটল্ লিটল্ ল্যাড লেনীস্

বেরিয়েছি আজ হলকা ।

একজামিন কাল, চালো ল্যাড লেনী চাল,

নয়তো সার দেবে গাল

টেক কেয়ার নাই ডিয়ার হয়োনাংক হালকা ।

পট পরিবর্তন—এট ইষ্টার্ন হোটেল ।

(রঙ্গদারনী ও রঙ্গদারগণের প্রবেশ)

পঞ্চম দৃশ্য ।

কেলার সন্নিগটস্থ মাঠ ।

(রমণীসত্ত্বের প্রবেশ)

নকলে ।

(গীত)

রমণীর এমনি আঁখির জোর ।

বেড়ী হাতে তেড়ে যেতে লেগে গেল ঘোর ॥

জবর নোড়া হাতার কারখানা,

রগেলো দিয়েছি হানা,

কে আছে পুরুষ নারীর প্রতাপ মানে না,

কে এমন হয় না গোলাম

বাঁধলে মোহন বেণীর ডোর ॥

(নিশিকান্তের প্রবেশ)

নিশি : এখনকে তাড়ছে বটে ! পাশ কটাই
 ব্যাটার কল্‌কেতার মুখে ক্যাটার বাড়ী, বলছ তোমার
 শালার ঘর, সে শালা নং সেজে খেপেছে, গণেশ, তার
 নাম ভাতারে খেপেছে, কি বলছ ? কোন থান্কে বাব
 বল ! এখনে বেড়ী নিয়ে তাড়ছে ; ওখানকে হাতা লিয়ে
 তাড়ছে, সেখানকে লোড়া লিয়ে তাড়ছে । তাড় লে নাহেব
 সেজে, তাড়লে সেম সেজে ; যুলা দিলে, জুতা নিয়ে চম্পট
 দিলে, টিকী কেটে দিলে ! এষ্ট চাপা কলার কল্‌কেতার
 কি আর থাকি ? সেলের টিকীট ক'রে এলাহাবাদে

চলে বাচ্ছি, এর ভিতরি আর কোন শালা না ঘেরাও করে ।
 ঐ লাও আসছে চলে দেখা নেওয়া হবেক নি, এই
 গাছের আড়ালে থাকি ; বাপ্ বাপ্ একবার কলকেতা
 ছাড়তে পারলে হয় ! ই শালায়া ঘোড়া বেড়ে চাট
 ছুড়ছে, আমাকেই চাট হানবেক । (অন্তরালে অবস্থান)
 । ভবেতিয়ার অথ লইয়া নইস ও মইমানদিগের প্রবেশ ।)
 সকলে । (গীত)

মুন্সিল ছায় ঘোড়ে পর সোয়ার হোনা ।
 বাবু লোগ ঘোড়ে বনা, চড়েগা জেনানা ॥
 বহুত আচ্ছা ঘোড়া ওস্কা কহে ক্যাবাত,
 শিখা দুম হেলানে ছোড়্‌নে লাত,
 জেনানা মেমকো খিলানে হাওয়া,
 বহুত মতলবসে জিন কসকে আয়া,
 বিবিলোক আও সোওয়ার হো যাও,
 কেতা মজা ওড়েগা ওস্কা ক্যায় ঠিকানা ॥

[সকলের প্রস্থান]

নিশি । ই শালায়া খ্যাপার ওপর খেপেছে, ঘোড়া
 সেজেছে, মাগীদের পাঠে বন্ করিয়ে হাওয়া খাইয়ে
 বেড়াবে ! কোন্ খানকে যাই ? একবার পুল পার হ'য়ে
 হাওড়াতে পৌছতে পারলে হয় ! ঐ লাও আর বাওয়া
 হলো না, একেবারে চারদিক থেকে কোঁকে আসছে
 শালায়া আমার না খেপিয়ে ছাড়বেকনি, পালাবারও

আর কিছু ক'রব না, এই গড়ের মাঠকে পড়ে থাকি
আপ থাকে থাক, যায় যাক ।

(গোবর্দন প্রভৃতি সভ্যগণ ও ইংরাজ ডেপুটির প্রবেশ)

গোব । উঠুন মহাশয় উঠুন, সর্বনাশ হয়েছে ।
নিশি । কি কি !

গোব । রাজ্য হাতে আনতে না আনতেই তো সিংহা-
সন রমণীতে কেড়ে নিলে, আবার এই ডেপুটি মহাশয়
ব'লছেন, সাহেবদের অভিপ্রায়—রেলওয়ে, গ্যাসলাইট,
কেরোসিন ল্যাম্প বাজালায় রেখে যাবেন না ।

নিশি । তা আমার কি ।

গোব । বড় বিপদ, দেশকো জালিয়ে পাল মেনে
ক'রব ?

ইং-ডে । মহাশয় শুধু তাই নয়, আবার বিপদের
ওপর বিপদ, ইংরাজ প্রতিজ্ঞা করেছেন বাজালা ছেড়ে
যাওয়ার পূর্বে, আপনাদের সব এই স্থানে সারবন্দী দার
করিয়ে প্রত্যেককে রেল সেনিউট অর্থাৎ রাজসন্ধান
হচক একুশ একুশ তোপ দিয়ে যাবেন ।

সকলে । ও বাবা সে যে বেজার আওয়াজ !

ইং-ডে । তা ব'লে হয় কি !

গোব । আপনি মশায় কোন রকমে মানা করুন !

নিশি । দাও তোপ দেগে ।

গোব । মশায় কোন রকমে মানা করুন ।

ইং-ডে । তার আর উপায় নেই ইংরাজ হিব প্রতিজ্ঞ ।

গোব । তবে আমরা বক্তৃতা ধরব ।

ইং-ডে । তা করেন ধরবেন তারা আওয়াজ এই
বিলে বলে ।

গোব । অত জ্বলুম করেন ত, আমরা সব রাজ্য
ছেড়ে চলে যাব ।

ইং-ডে । তা হ'লে তারা ব'লেছেন,—তুচ্ছক সহর
দিয়ে ধ'রে আনবেন । সেলামী তোপ আপনাদের নিতেই
হবে ।

সকলে । ও বাবা, সে যে বেজায় আওয়াজ !

(গীত)

বোম্ বোম্ ছাড়বে আওয়াজ বাপ্ বাপ্ বাপ্
দোহাই সাহেব কর মাপ ।

তোপের তোমার বেজায় যে আওয়াজ

কড়ু কড়িয়ে পড়ে যেন বাজ,

ভালয় ভালয় ফিরি এস

স্বাধীনতার নেইকো রাজ—

ওড়ুম্ ওড়ুম্ ছাড়লে আওয়াজ

বুকের ভিতর ধরে কাঁপ ॥

(সকলের পলায়ন)

উপসংহার ।

পরীক্ষান ।

(পরীক্ষণ)

নকল

(পট)

Rule Britannia rule the land

Love our hearts unite.

Merry Merry old England

Be thy days all bright.

Heaven bless our Empress queen,

'Pon her strength we all do lean.

God give us all rice and *daw!*

Our guide be thy light.

Our task is done, let us be gone,

Good night ! Good night ! !

যশস্বিনী পতন ।

আর কিছু ক'রব না, এই গড়ের মাঠকে পড়ে থাকি
আপ থাকে থাক, যায় যাক ।

(গোবর্দন প্রকৃতি সভাগণ ও ইংরাজ ডেপুটির প্রবেশ)

গোব । উঠুন মহাশয় উঠুন, সর্বনাশ হয়েছে ।
নিশি । কি কি !

গোব । রাজ্য হাতে আনতে না আনতেই হো সিংহা-
সন রমণীতে কেড়ে নিলে, আবার এই ডেপুটি মহাশয়
ব'লছেন, সাহেবদের অভিপ্রায়—রেলওয়ে, গ্যাসলাইট,
কেরোসিন ল্যাম্প বাজালায় রেখে যাবেন না ।

নিশি । তা আমার কি !

গোব । বড় বিপদ, দেশকো জালিয়ে পাল মেনে
ক'রব ?

ইং-ডে । মহাশয় শুধু তাই নয়, আবার বিপদের
ওপর বিপদ, ইংরাজ প্রতিজ্ঞা করেছেন বাজালা ছেড়ে
যাওয়ার পূর্বে, আপনাদের সব এই স্থানে সারবন্দী দার
করিয়ে প্রত্যেককে রেল নেলিউট অর্থাৎ রাজসন্ধান
হচক একশ একশ তোপ দিয়ে যাবেন ।

সকলে । ও বাবা সে যে বেজার আওয়াজ !

ইং-ডে । তা ব'লে হয় কি !

গোব । আপনি মশায় কোন রকমে মানা করুন !

নিশি । দাও তোপ দেগে ।

গোব । মশায় কোন রকমে মানা করুন ।

ইং-ডে । তার আর উপায় নেই ইংরাজ হিবপ্রতিজ্ঞ ।

গোব । তবে আমরা বক্তৃতা ধরব ।

ইং-ডে । তা করেন ধরবেন তারা আওয়াজ এই
বিলে বলে ।

গোব । অত জ্বলুম করেন ত, আমরা সব রাজ্য
ছেড়ে চলে যাব ।

ইং-ডে । তা হ'লে তারা ব'লেছেন,—তুচ্ছক সহর
দিয়ে ধ'রে আনবেন । সেলামী তোপ আপনাদের নিতেই
হবে ।

সকলে । ও বাবা, সে যে বেজায় আওয়াজ !

(গীত)

বোম্ বোম্ ছাড়বে আওয়াজ বাপ্ বাপ্ বাপ্
দোহাই সাহেব কর মাপ ।

তোপের তোমার বেজায় যে আওয়াজ

কড়ু কড়িয়ে পড়ে যেন বাজ,

ভালয় ভালয় কিরি এস

স্বাধীনতার নেইকো রাজ—

ওড়ুম্ ওড়ুম্ ছাড়লে আওয়াজ

বুকের ভিতর ধরে কাঁপ ॥

(সকলের পলায়ন)

উপসংহার ।

পরীক্ষান ।

(পরীক্ষণ)

নকল

(পট)

Rule Britannia rule the land

Love our hearts unite.

Merry Merry old England

Be thy days all bright.

Heaven bless our Empress queen,

'Pon her strength we all do lean.

God give us all rice and *daw!*

Our guide be thy light.

Our task is done, let us be gone,

Good night ! Good night ! !

যশস্বিনী পতন ।